সমকাল

তারিখ ... 4 AUG 2017 ..
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... .

আপিল বিভাগে স্থগিত ঢাবি উপাচার্য প্যানেলের কার্যক্রম

■ সমকাল প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সিনেট সভায় উপাচার্য নির্বাচনের জন্য মনোনীত তিন সদস্যের প্যানেলের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। একই সঙ্গে ২৯ জুলাই সিনেট বৈঠক নিয়ে হাইকোর্টের জারি করা রুল আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। কোনো ধরনের মুলতবি ছাড়াই হাইকোর্টে রুল শুনানি শেষ করতে হবে। আর রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান উপাচার্যই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

১৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের করা এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহ-ার নেতৃত্বে তিন সদস্যের আপিল বেঞ্চ গতকাল বৃহস্পতিবার এই আদেশ দেন।

আপিল বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট আবদুল মতিন খসরু এবং এএফএম মেজবাহ উদ্দিন। অন্যদিকে রিটকারী রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ অনুযায়ী পরিচালিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট সদস্যরা ভোট দিয়ে তিনজনের একটি উপাচার্য প্যানেল নির্ধারণ করেন, তার মধ্য থেকে একজনকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি।

সিনেটে ছাত্র-শিক্ষকসহ বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের মধ্য থেকেও ২৫ জন প্রতিনিধি এই সিনেটে থাকেন। কিন্তু রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্ধারণ বা নির্বাচন না করেই গত ২৯ জুলাই সিনেট সভা ডাকায় বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন ১২ শিক্ষকসহ ১৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট।

তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ জুলাই হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ সিনেট সভা স্থগিত করে দেন। একই সঙ্গে ওই সভা কেন আইনগত কর্তৃত্ব-বহির্ভূত এবং সভা আহ্বান করে দেওয়া নোটিশ কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না– তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। সংশ্লিষ্টদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের ওই আদেশ স্থগিত চেয়ে আবেদন করলে চেম্বার আদালত আদেশ স্থগিত করে বিষয়টি ৩০ জুলাই শুনানির জন্য আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন। এই সময়ের মধ্যেই ২৯ জুলাই সিনেট

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ২

আপিল বিভাগে স্থগিত

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সভাটি হয়। গতকাল আদালতের আদেশ সম্পর্কে উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের বক্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একাধিক সূত্র জানায়, আদালতের আদেশের বিষয়টিতে আইনগতভাবেই লড়বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত বর্তমান উপাচার্যের মেয়াদ রয়েছে। এ ছাড়া উচ্চ আদালত গতকাল দেওয়া আদেশে বলেছেন, রিটটির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান উপাচার্যই দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

জানা গেছে, আইনগত লড়াইয়ের পাশাপাশি সরকারের উচ্চমহলে যোগাযোগ করে চলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সমর্থক নীল দলের পৃথক দুটি গ্রুপই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ একজন নীতিনির্ধারক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বিষয়টি যেহেতু আদালতে গড়িয়েছে, সেখানেই নিষ্পত্তি হোক।

নীল দলের উপাচার্যবিরোধী মহলের মতে, সিনেট নির্বাচনে নীল দলের মনোনয়নবঞ্চিত শিক্ষকদের সবাইকে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সিনেট সদস্য করে আনা হবে বলে প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপাচার্য কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা রাখেননি। তার আগেই তিনি সিনেটের বিশেষ সভা ডেকে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করেন।

গত শনিবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত উপাচার্য প্যানেলে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দীন ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আবদুল আজিজ রয়েছেন। তাদের মধ্যে আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের তৃতীয় মেয়াদে উপাচার্য হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল বলে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী, সিনেটের মোট সদস্য ১০৫ জন। কিন্তু কয়েকটি শ্রেণির নির্বাচন না হওয়ায় বর্তমান সিনেটে ৫০টি পদই শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ২৫ জন, ৫ জন গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধি, ৫ জন অধিভুক্ত ও উপাদানকল্প কলেজের অধ্যক্ষদের প্রতিনিধি, একাডেমিক পরিষদের মনোনীত ১০ জন ও ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধির পদ এখন শূন্য। এর বাইরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে গত শনিবারের বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত সাদা দলের দু'জন শিক্ষক প্রতিনিধি অধিবেশন বর্জন করেন। অনুপস্থিত ছিলেন আরও ৬ জন। বাকি ৪৭ জন সদস্যের উপস্থিতিতে তিনজনের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ৪৪ হাজার রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট রয়েছেন। তাদের নির্বাচিত ২৫ জন প্রতিনিধি না থাকায় সিনেটে সবচেয়ে বড় অংশীজনের অনুপস্থিতি ছিল। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল সমকালকে বলেন, আইন অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এ জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই ভিসি নির্বাচনে তাদের মতামতের প্রতিফলন না হওয়ায় এটি প্রশ্নবিদ্ধ। তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী মনে করেন, আইন অনুসারেই ভিসি প্যানেল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিনেটেরও কোরাম পূর্ণ ছিল। তাই একে প্রশ্নবিদ্ধ বলার কোনো সুযোগ নেই।